সর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প

OAT

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী কেন্দ্র

ওট (অ্যাভেনা স্যাটাইভা এল.)

ডাইরেক্টরেট অফ রিসার্চ

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

ফোন - ০৩৩-২৫৮২ ৮৪০৭

ওট (অ্যাভেনা স্যাটাইভা এল.)

মাটি ও জমি ঃ

মাঝারী উর্বর জলনিকাশী ব্যাবস্থাযুক্ত দোয়াঁশ, বেলে দোয়াঁশ বা কাদা দোয়াঁশ মাটিই এই চাষের উপযুক্ত এটি জমির অম্লতামান ৪.৫ পর্যন্ত এবং লবনের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে।

বীজের হার ও বপন ঃ

অক্টোবর - নভেম্বর মাসে বপন করলে বীজের হার ৬০-৭৫ কেজি হয়। গোখাদ্য উৎপাদনের জন্য একটু বেশী বীজ অর্থাৎ ৯০-১০০কেজি বপন করতে বলা হয়। বীজ যাতে ২-৪ সেমির বেশী গভীরে না যায় সে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। সারিতে বুনলে পরিচর্যার সুবিধা হয়। দুটি সারির মধ্যে দূরত্ব ৩০সেমি এবং গাছের মধ্যে দূরত্ব ৫সেমি হওয়া প্রয়োজন । ওট জলদি বুনে গাছে ফুল আসার সময় কাটলে বেশী গোখাদ্য উৎপন্ন হয়। ভারতীয় পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন স্থানের উপর নির্ভর করে অক্টোবর-নভেম্বরেই বীজ বপনের কথা বলা হয়। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে মাঝারি শীতের ক্ষেত্রে অক্টোবরের মাঝামাঝি লাগালে গোখাদ্য উৎপাদন সবচেয়ে বেশী হয়।

সার প্রয়োগ ঃ

গোখাদ্য উৎপাদনের জন্য ৪০ কেজি নাইট্রোজেন। ৪০ কেজি ফসফেট এবং ২৫ কেজি পটাশিয়াম যথেষ্ট। নাইট্রোজেন দুটি সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় ১২০ কেজি পর্যন্ত নাইট্রোজেন ব্যাবহারের সঙ্গে ফলনের সরলরৈখিক সম্পর্ক বর্তমান। নাইট্রোজেন ব্যাবহরের ফলে ক্রুড প্রোটিনের পরিমানও বৃদ্ধি পায়। মূলসারে ৪০ কেজি মিউরিয়েটঅব পটাশ ব্যবহারে বীজের ফলন বৃদ্ধি পায়। অ্যাজোটোব্যাকটারের মত নাইট্রোজেন সঞ্চয়কারী মুক্ত ব্যাকটেরিয়া ব্যাবহারের ফলে ফলন ১০-১৫ % বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নাইট্রোজেনের অধিক ব্যাবহার (৪০কেজির বেশী) জৈবসারের ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মৌলিক সালফার ব্যাবহারে ফলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সারের সুপারিশকৃত সঙ্গে ৬০ কেজি সালফার প্রতি হেক্টর প্রয়োগ করলে সর্বাধিক ফলন পাওয়া যায়।

জল সেচ ঃ

ভালো অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বীজ বপনের ৫-৭ দিন আগে একবার সেচ দেওয়া হয়। বৃষ্টি না হলে ২০ দিন পরপর সেচ দেওয়া হয়। গোখাদ্য উৎপাদনের জন্য তিন থেকে চারটি সেচ প্রয়োজন। পাশকাঠিছাড়া ও শিষমুকুলের সূচনা পর্বে সেচের প্রয়োজন। কত দ্রুত সেচ দিতে হবে তা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। গাছ জলের সংকটে থাকলে গোখাদ্যের ক্রুড প্রোটিন ও ক্রুড অ্যাশের পরিমান কমে যায়।

আগাছা দমন ঃ

আগাছা মুক্ত পরিস্থিতিতে ওটের বিভিন্ন জাতি বর্বোচ্চ ৬০৬ কুইন্টাল গোখাদ্য উৎপাদন করে। চার সপ্তাহ বয়সে নিড়ান যন্ত্র বা মালচার ব্যবহারের সাথে ২,৪- D ০.৩৭ গ্রাম এ.আই প্রতি হেক্টর সবচেয়ে ভালো ফলপ্রদান করে।

কাটা/ফসল সংগ্রহ এবং উৎপাদনশীলতা ঃ

এই ১৩০-১৫০ দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বেশী ফলন পাবার জন্য বোনার ৬০ দিনের মাথায় প্রথমবার কাটা এবং দ্বিতীয়বার এর ৪৫দিন পর কাটা হয়। ৫০ % ফুল আসলে দ্বিতীয়বার কাটা হয়। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে ৩-৪বার কাটা সম্ভব হয়। যেখানে শীত ছোট সেখানে দুবার কাটা যায়। ওট শুদ্ধ পদার্থ উৎপাদন এর কাটা এবং শীতের দৈর্ঘের উপর নির্ভর করে। ফুল আসার সময় একবার কাটলে তা দুবার বা তিনবার কাটা থেকে বেশী উৎপাদন (২৪৮ কুইন্টাল/হেক্টর) প্রধান করে। ওটের জাতিগুলির মধ্যে OL- ১০৬৯ এর সবচেয়ে বেশী উৎপাদনক্ষমতা আছে এবং এর পরের জতিই হল UPO-২৬০। সাধারনভাবে ৫০০-৬০০কুইন্টাল সবুজ গোখাদ্য উৎপন্ন হয়। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের শীত ছোট তাই এখানে চাষীদের দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনকারী জাত সুপারিশ করা হয় না।

ফসল লাগানোর পদ্ধতি ঃ

ওট সরষের সাথে ১ঃ১ অনুপাতে লাগালে যথেষ্ট উৎপাদন প্রদান করে।

খাদ্য-গোখাদ্য উৎপাদন ঃ

ধান-ওট-বরবটি সর্বোচ্চ আর্থিক লাভ দেয়।

বীজ উৎপাদন ঃ

এটি ঐবুজ গোখাদ্য সংগ্রহ না করা হয় তবে বীজের ফলন ১২-১৫কুইন্টাল পর্যন্ত হয়। যখন দানাগুলি পুষ্ট হয় কিন্তু খড় সবুজ থাকে তখন বীজ সংগ্রহ করা হয়। অন্যথায় বীজ ঝরে যায়।

বৃষ্টি পুষ্ট /শুকনো অঞ্চলে গোখাদ্য উৎপাদন ঃ

দক্ষিণ ভারতে এটি বৃষ্টির জলে চাষ করা হয়।

পাহাড়ের ঢালে ও বাঁধে চাষ ঃ

পর্বত্য অঞ্চলে এটি পাহাড়ের ঢালে চাষ করা যায়।

জাত ঃ

গোখাদ্যের জন্য ঃ ওএস-৬, কেন্ট, ইউপিও-২১২, জে এইচও- ৮৫১

দুটি উদ্দেশ্যের জন্য ঃ ওএল-১০৬৯, ইউপিও-২৬০

সর্বভারতীয় গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, কল্যাণী কেন্দ্র থেকে অধ্যাপক ডঃ দিলীপ কুমার দে এবং ডঃ চম্পক কুমার কুন্ডু কর্তৃক প্রকাশিত এবং দিশা কম্পিউটারস, কল্যাণী, দুরাভাষ ০৩৩-২৫০২-২৭২৩ কর্তৃক মুদ্রিত।

যোগাযোগ ঃ অফিসার-ইন-চার্জ, সর্বভারতীয় সমন্বিত গোখাদ্য গবেষণা প্রকল্প, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ডাইরেক্টরেট অফ্ রিসার্চ, কল্যাণী-৭৪১২৩৫, নদীয়া।